দৈনিক [illegible]

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

NOV. 02 2000

বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ

মদহুল কবীর ঃ ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন কলেজ চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজ। অর্ধশতাধিক বছরের পুরোনো এই কলেজটি নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত বহুদিন থেকে।

কলেজের শিক্ষক সংকট, ক্লাসরুম স্বল্পতা, লাইব্রেরী সমস্যাসহ আরো অনেক সমস্যা শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রতিনিয়ত ব্যাহত করছে। চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজের যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৭ সালে। ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির সময় কলকাতা সরকারী কমার্সিয়াল ইনস্টিটিউট ভাগ হয়ে যায়। প্রফেসর আবদুস সামাদ পাকিস্তান অংশের চট্টগ্রামে তারই একটি অংশ নিয়ে কমার্স কলেজের যাত্রা শুরু করেন। চট্টগ্রামের জিপিওর সামনের একটি ভবনে কলেজের সূচনা হয়। পরবর্তীতে ৫৪ সালে আগ্রাবাদের স্থায়ী ভবনে কলেজটি স্থানান্তরিত হয়। চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজের বর্তমানে ব্যবসায় শিক্ষা ও বাণিজ্য বিষয়ে ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী (পাস) কোর্সের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে বিকম অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। কলেজের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। চট্টগ্রামের প্রাচীন কলেজটি দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় ভুগছে। শিক্ষক স্বল্পতা বিরাজ করছে প্রায় দেড় যুগ ধরে। বর্তমানে কলেজের ছাত্র শিক্ষকের আনুপাতিক হার ৩০০:১। বিস্ময়কর হলেও কলেজে ৮৪ সাল থেকে প্রতি ৩০০ জন ছাত্রছাত্রীর পেছনে রয়েছেন মাত্র একজন শিক্ষক। তবে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ৮৪ সালের পর থেকে। এর আগে প্রায় ৪০ জন শিক্ষক ছিল, যাদের সাহায্যে শিক্ষা কার্যক্রম মোটামুটি চালিয়ে নেয়া যেত। এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৪ সালে এনাম কমিশন রিপোর্টে সরকারী কলেজগুলোর অনেক পোস্ট বাতিল করা হয়। তখন কমার্স কলেজে বাতিল পোস্টের আওতায় পড়ে শিক্ষক সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসে। বর্তমানে অনার্স, মাস্টার্স বিষয় ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিজ্ঞান শিক্ষক আছেন ৭ জন করে। অথচ এ দু'টি বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ১২ থেকে ১৪ জন শিক্ষক দরকার। অনার্স মাস্টার্সসহ অন্যান্য কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম সুচারুরূপে চালাতে কলেজে ৪০ থেকে ৪৫ জন শিক্ষক দরকার।

শিক্ষক স্বল্পতার পাশাপাশি কলেজে রুমসংকটও বেশ প্রকট। এদিকে কয়েক বছর আগে নির্মিত কলেজের প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয়তলা ব্যবহার করছে অন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জানা যায়, ইনস্টিটিউট অব বিজিনেস স্টাডিজ নামের বেসরকারী কলেজটি ২০০০ সাল থেকে কমার্স কলেজের ভবনটি ব্যবহার করছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কলেজটিকে ৩ বছরের জন্য সান্ধ্যকালীন ক্লাস করার জন্য ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে, যদিও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী একই ক্যাম্পাসে দুটি কলেজ থাকতে পারে না। বর্তমানে ইনস্টিটিউট অব বিজনেস স্টাডিজ দুপুর ১২টা থেকেই তাদের ক্লাস কার্যক্রম শুরু করে। ফলে ভবন থাকা সত্ত্বেও কমার্স কলেজ ভবনটিতে ক্লাস নিতে পারছে না। রুমসংকট পরিস্থিতিতে অন্য একটি বেসরকারী কলেজ কমার্স কলেজের ভবন ব্যবহার করায় ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে অসন্তোষ বিরাজ করছে। এদিকে কলেজের মূল ভবনের একটি বড় রুমও বেসরকারী কলেজটি ব্যবহার করছে। এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর মোহাম্মদ মহিবুন নবী বলেন, ইনস্টিটিউট অব বিজিনেস স্টাডিজ আমাদের একটি ভবনের ২য় তলা ব্যবহার করছে, তবে এ সম্পর্কে কোন কাগজপত্র আমাদের কাছে নেই।

চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজে খেলাধুলা ও বিনোদনের কোন সুযোগ নেই বললেই চলে। কলেজের নিজস্ব কোন মাঠও নেই। ইনডোর গেমসের ব্যবস্থাও মোটেই পর্যাপ্ত নয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসের ফাঁকে-ফাঁকে ন্যূনতম বিনোদনের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। নানাবিধ সমস্যা থাকলেও কমার্স কলেজ বোর্ড পরীক্ষাগুলোতে ভাল ফলাফল করে আসছে। এবছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় এ কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র অনার্সে প্রথম ক্লাসে প্রথম হয়েছেন। এ ছাড়া বিকম, এমকম পরীক্ষাগুলোতেও এ কলেজ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে এইচএসসি পরীক্ষায় কমার্স কলেজে বোর্ড স্ট্যান্ডের সংখ্যা কমে গেছে। এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর মহিবুন নবী বলেন, বোর্ড স্ট্যান্ড কমে যাওয়া মানে এই নয় যে, আমাদের কলেজে সার্বিক রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে। এ বছর প্রায় সব কলেজে রেজাল্ট বিপর্যয় ঘটলেও আমাদের কলেজের পাসের হার ৮৩.০৬ ভাগ।